ইত্তেফাক

143

তারিখ ... 20/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম 2 ...

দেশের প্রাইমারী স্কুলগুলি কিভাবে চলিতেছে

নড়াইল মহকুমার ১১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ, সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য গত অর্থ বৎসরে মোট ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়। উন্নয়ন তালিকাভুক্ত এইসব স্কুলের স্থানীয় কর্মকর্তারা বরাদ্দ অর্থের শতকরা ৯৫ ভাগই তুলিয়া নিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকিলেও এ পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ কাজ সমাধা করা হইয়াছে। কাজের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা অনুসরণ না করিয়া নিম্নমানের ইট, কাঠ পুরাতন টিন ব্যবহারসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

টাকা প্রদানে বিলম্ব হওয়ায়

গত বছর জানুয়ারী মাসে নোয়াখালী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু টাকা প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দরুন সদর মহকুমার প্রথম শ্রেণীভুক্ত স্কুলগুলির কাজ অধ্যাবধি শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ৬৪১টি বিদ্যালয়ের কাজ অনিশ্চয়তার মুখে পড়িয়াছে। অথচ ফেনী মহকুমার সব শ্রেণীর স্কুলের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে।

টাকার অভাবে উন্নয়ন কাজ বিলম্বিত

টাকার অভাবে কিশোরগঞ্জ মহকুমার উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কাজ বন্ধ রহিয়াছে। ১৯৭৬-৭৭ ও ৭৭-৭৮ অর্থ বৎসরে যথাক্রমে ১৮০টি ও ২২৩টি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য ৮৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫ শত টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু গত জানুয়ারী পর্যন্ত ১৪২টির কাজ শেষ হয়।

চলতি বৎসরের উন্নয়ন তালিকাভুক্ত স্কুলগুলির কাজ আগামী জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

বিদ্যালয়ের দুরবস্থা

গাইবান্ধা পৌরসভার ১৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের খুব অভাব। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকেই মেঝে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হইতেছে। মাত্র ৬টি স্কুলে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। কোনটিতেই পায়খানা, প্রস্রাবখানার কোন ব্যবস্থা নাই।

একই অবস্থা হইয়াছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সরাইল থানার

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

স্কুলগুলি কিভাবে চলিতেছে

(৩য় পৃঃ পর)

পশ্চিম নোয়াগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেঞ্চ ও চেয়ার না থাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া ক্লাস করিতে হইতেছে। জনৈক শিক্ষক নিজের পকেটের পয়সা খরচ করিয়া ২।৩টি তক্তা কিনিয়া ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুড্ডা ও উচালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেড়া ও আসবাবপত্র নাই। গত বৎসরের ঝড়ে বিধ্বস্ত সূর্যকান্দির বিদ্যালয়ের ছাউনির টিন এখনও মেরামত করা হয় নাই। নবীনগর থানার শ্রীরামপুর (পূঃ) প্রাঃ বিদ্যালয়টি ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার এক বৎসর পরও মেরামত করা হয় নাই।

গ্রাম্য দলাদলিতে

গ্রাম্য দলাদলিতে দাউদকান্দি থানার লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত ইটাখোলা প্রাঃ বিদ্যালয়টি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। গত বৎসর সরকার উহার জন্য ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। ঐ সময় ইটাখোলা গ্রামের জনৈক থানা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় গৃহটি লক্ষ্মীপুর হইতে ভাঙ্গিয়া নিয়া উক্ত গ্রামে তাঁহার নিজ বাড়ীতে উঠাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে ব্যর্থ হন। ফলে বরাদ্দ অর্থও ফেরৎ যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও গত নবেম্বর হইতে বেতন পাইতেছেন না।

এখনও নিয়োগপত্র পায় নাই

রংপুর জেলার ৪টি মহকুমার দুইশতাধিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাঃ বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষক সুদীর্ঘ ১০।১৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করিয়াও সরকারী নিয়োগপত্র পাইতেছেন না। প্রকাশ, ৭৩ সালে দেশের সকল প্রাঃ বিদ্যালয় সরকারীকরণের পর স্থানীয়ভাবে বেতন প্রাপ্ত শিক্ষকগণ সরকারী নিয়োগপত্র লাভে ব্যর্থ হন। জেলার এই বঞ্চিত ৫২৮ জন শিক্ষকের সকলেরই প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার শিক্ষাগত যোগ্যতা রহিয়াছে।

সরকারী মঞ্জুরীর প্রয়োজন

চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর পূবালী প্রাঃ বিদ্যালয়টি '৭২ সালে প্রায় ৪ বিঘা জমির উপর স্থাপিত হয়। ৫ জন যোগ্য শিক্ষক সেখানে আড়াইশতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সরকারী মঞ্জুরীর অভাবে তাহারা হতাশায় ভুগিতেছেন।

সম্প্রতি সিলেট জেলা শিক্ষা পরিদর্শক নবনিযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকাদের এমন একেক স্থানে বদলীর নির্দেশ দিয়াছেন যেখানে গিয়া অনেক সময় পুরুষের পক্ষেও শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়। অযৌক্তিক বদলীর নির্দেশের দরুন অধিকাংশ শিক্ষিকা চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারেই চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।

অপরদিকে এই ঘটনায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের পোয়াবারো হইয়াছে। অনেক শিক্ষিকা জীবিকার তাগিদে ও চাকুরী রক্ষার্থ টি, ও, সাহেবদের দরজায় ধর্ণা দিতেছেন এবং 'সেলামীর' বিনিময়ে তাহাদের যাহাতে পুনরায় স্ব স্ব স্থানে বদলী করা হয় উহার তদবীর করিতেছেন।

ভৈরবে একজন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা থাকিলেও তাঁহাকে প্রায়ই অফিসে অথবা এলাকার কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খবর নিজস্ব সংবাদদাতাগণ প্রেরিত।